পেঁপে চাষ

পেঁপে একটি অর্থকারী ফসল। সবজি ও ফসল হিসাবে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ, তবে দুই তিন বছর ভালো ফলন পাওয়া যায়। জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত বাজার দর খুবই ভালো থাকে। প্রতি কেজি ২০-৩০ টাকা। ফলে এটি একটি লাভজনক ফসল।

মাটিঃ উর্বর পলি দোয়াশ মাটি ও দোয়াশ মাটিতে খুব ভালো হয়।

বীজ বপন ও রোপনের সময়ঃ সাধারনত পেঁপে যখন পাকে সেই সময় বীজ সংগ্রহ করে দুই-এক দিন রোদ্রে বীজ শুখিয়ে নিতে হবে। মাদার বেড বা টিউবে চারা তৈরী করে নিলে ভালো হয়। ৩০-৪০ দিনের চারা সাধারনত জুন থেকে জুলাই মাসে বপন বা রোপন করা হয়। তবে শীতের শুরুতে বপন বা রোপন করলে খুবই ছোট গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়।

জাতঃ পাকা পেঁপের ভিতর ৩ ধরনের বীজ থাকে, স্ত্রী, পুরুষ ও উভয়লিঙ্গ। চারা তোলার সময় সতেজ এবং সঠিক জাত জেনে নিয়ে তবে চাষ করা উচিত। যে যে জাতগুলি ভালো ফলন দেয় ও পেঁপের গঠন ভালো, পাকা মিষ্টি হয় এমন জাত বাজারে চাহিদা বেশি।

ভালো জাত গুলি হলঃ

দেশি জাতঃ দেশি, রাঁচী, পুষা ডোয়ার্ক, পুষা জায়ান্ট।

উন্নত জাতঃ সিঙ্গাপুর, কোয়েম্বাটুর ১, ২, ৩, ৪।

শঙ্কর জাতঃ ওয়াশিংটন।

মেয়াদঃ সাধারনত দেশি পেঁপের জাতগুলি ৫ বছর পর্যন্ত ফলন দেয়, তবে ছয় মাস থেকে ফলন দেওয়া শুরু করে। ২-৩ বছর ব্যবসা ভিত্তিক চাষ করা ভালো। হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে ২ বছর পর্যন্ত ফলন নিয়ে গাছ কেটে দিতে হয়।

দুরত্বঃ চারা থেকে চারা দুরত্ব ৫' এবং সারি থেকে সারি দুরত্ব ৮' করাই ভালো। তবে বেশি ফলনের জন্য অনেকে ৫' X ৬' দুরত্বে চাষ করেন, তবে ৫' X ৮' হল আদর্শ দুরত্ব।

মাটি তৈরী ও চারা বসানোঃ মে থেকে জুন মাসে জমিতে কর্ষন করে বিঘা প্রতি ৫০০-১০০০ কেজি গোবর বা কোম্পোস্ট সার ছড়িয়ে দিতে হবে। ৫' X ৮' দুরত্ব ১½ ফুট X ১½ ফুট X ১½ ফুট মাপের গর্ত তৈরি করতে হবে। ঐ গর্তে আগে থেকে শুকনো করে পুকুরের পাঁক ১৫ থেকে ২০ কেজি মাটি, ২ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম নিম খোল, ১৫০ গ্রাম সিঙ্গেল সুপার ফসফেট, ৭০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া দিয়ে জৈব ও রাসায়নিক সার মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে হাল্কা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে ভালো। দুই থেকে তিন দিন পর গর্তের মাটি আরো একবার বা দুই বার ওলটপালট করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। নিমখোল দেওয়ার ১৫ দিন পর চারা বসানো উপযোগী হবে। দুটি চারার মাঝে জল নিকাশি ড্রেন তৈরি করে চারা বসাতে হবে কারন পেঁপে জল সহ্য করতে পারে না। মাদাতে চারা এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে টিউবের চারা যে পর্যন্ত কান্ড দেখা যাচ্ছে সেই পর্যন্ত বসাতে হবে নতুবা সেচ দিলে চারা মারা যাবে। ১ মাস পর গাছ পিছু ২৫ গ্রাম, ২

মাস পর ৫০ গ্রাম ও ৩ মাস পর ১০০ গ্রাম করে ইউরিয়া দিতে হবে। ফল আসার পর ৩ মাস ছাড়া ২০০ গ্রাম ডি.এ.পি ছড়াতে হবে।

সেচঃ পেঁপের জমিতে খরিপে বপন করলে সেচ দেওয়ার দরকার নেই। শুধু জল নিকাশি ভালো হতে হবে।

শীত বা গ্রীষ্মে বপন করলে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। বর্ষার সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি, ঝড় এবং মাটি এটেল জাতীয় হলে চারা প্রচুর মারা যায়। এক্ষেত্রে গাছ ৩'- ৫' হয়ে গেলে গাছের কাছাকাছি একটি শক্ত খুটি পুঁতে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে। নতুবা গাছ হেলে যাবে ও গর্তে জল জমে মারা যেতে পারে।

মিশ্র চাষঃ পেঁপের সাথে ঝুপি বরবটি, শাক, বেগুন, লঙ্কা ইত্যাদির মিশ্র চাষ করা যায়। এটি বাড়তি ফসল, গাছ পুর্নবয়স্ক হলে বীন্স, ধনেপাতা, শসা, ইত্যাদি করা যায়।

রোগ ও পোকাঃ ছোট ও মাঝারী গাছে গোড়া পচা রোগ হয়, এক্ষেত্রে মাটি তৈরি করার সময় ও বীজ শোধনের সময় ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করলে ধবসা রোগ হয় না। নতুবা কার্বেন্ডাজিম/ম্যানকোজেব প্রতিলিটার জলে দুই থেকে আড়াই গ্রাম হিসেবে বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জল গুলে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সাহেব পোকাঃ সাদা মাছি, দুই পোকার দ্বারা সাহেব রোগ হয়। পাতা হলুদ হয়ে মুড়ে যায়। আক্রান্ত দুএকটি গাছ দেখলেই ইমিডাক্লোপিড স্প্রে করতে হবে। প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হিসাবে গাছ পিছু ২৫ গ্রাম কার্বোফিউরান ৩ গ্রাম সারের সাথে ব্যবহার করলে ভালো কাজ হবে। তবে ফল বিক্রির সময় কার্বোফিউরান ব্যবহার না করাই ভালো। নিমতেল ৩ মিলি + ৩ মিলি কেরোসিন তেল + ডেটল হ্যান্ডওয়াস ১৫ ফোটা + ১ লিটার জল ভালো করে মিশিয়ে স্প্রে করলে জাব পোকা, দইপোকা খুবই ভালো নিয়ন্ত্রন হয়।

অনুপাতঃ পেঁপে বাগানে ১০:১ অনুপাত স্ত্রী ও পুরুষ গাছ রাখতে হবে পরাগ মিলনের জন্য। বেশি সংখ্যায় উভয়লিঙ্গ গাছ হলে ফলন কমে যাবে। এক্ষেত্রে উভয়লিঙ্গ গাছের কান্ডে শক্ত লোহার রোড বা কঞ্চি দিয়ে শক দিলে উৎপাদন আসবে।

উৎপাদনঃ গাছে ফল নিয়মিত বিক্রি করতে হবে। একসাথে প্রচুর ফল রাখলে ঝড়ে পড়ে যেতে পারে। পাকা ফলের জন্য চাষ করলে নিয়মিত পরিপক্ক ফল ভেঙ্গে বিক্রি করতে হবে। দেখা গেছে মাটির ১'- ২' উপর হতে ডগা পর্যন্ত প্রচুর পেঁপে হয় কিছু কিছু গাছে। এগুলি মাটি পরিচর্যা ও জাতের উপর নির্ভর করে। এমন জাত হলে একটি গাছে ১০০ কেজি পেঁপে পাওয়া কোনো ব্যাপার না। বিঘায় ৮-১০ টন উৎপাদন হয়।

ফুল ঝরাঃ সঠিক পরাগ মিলনের অভাবে ফুল, ফল ঝরে পড়ে। ১০:১ অনুপাত স্ত্রী ও পুরুষ গাছ রাখতে হবে। গরমের সময় ১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে ছত্রাকনাষক স্প্রে করতে হবে ও সেই সাথে বোরন ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে স্প্রে করতে হবে।

পরিচালনায় ঃ

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

গ্রাম ঃ- জয়গোপালপুর, পোঃ- জে.এন.হাট

বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩ ৩১২

ফোন ঃ-

সহযোগিতায় ঃ

আই.জি.এফ ডেনমার্ক

এস.ইউ.জি ডেনমার্ক